প্রথম আলো

তারিখ 28 FEB 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম 2

# এখন কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হচ্ছে স্কুলগুলোকে

## স্কুলে বর্ধিত বেতন ও ফি

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশের পর অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া বর্ধিত বেতন ও অন্যান্য ফি ফেরত দিয়েছে বলে জানিয়েছে। তবে কোনো কোনো স্কুল এখনো বর্ধিত হারেই বেতন নিচ্ছে। এদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু যারা টাকা ফেরত দেয়নি, তাদের বিরুদ্ধে দৃশ্যমান ব্যবস্থার কথা জানায়নি মন্ত্রণালয়। মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আজ রোববার সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী এ বিষয়ে বিস্তারিত জানাবেন।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ ৩ ফেব্রুয়ারি ঘোষণা দিয়েছিলেন, চলতি শিক্ষাবর্ষে যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বর্ধিত হারে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাসিক বেতন ও ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের সময় বাড়তি ফি নিয়েছে, তা সাত দিনের মধ্যে ফেরত দিতে হবে। নইলে কঠোর ব্যবস্থা।

শিক্ষামন্ত্রী গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, অনেকেই চিঠি দিয়ে জানিয়েছে তারা বর্ধিত ফি ফেরত দিয়েছে কিংবা সমন্বয় করেছে। এখনো যারা দেয়নি, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হচ্ছে।

মন্ত্রণালয়ের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা বলেন, টাকা ফেরত দেয়নি— এমন কিছু প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা কমিটি ভেঙে দেওয়া কিংবা প্রতিষ্ঠানপ্রধানের এমপিও (বেতনের সরকারি অংশ) স্থগিত করার কথা ভাবা হচ্ছে। আইনের ফাঁকফোকরে তাঁরা যাতে বের হতে না পারেন, সে জন্য কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হচ্ছে।

এদিকে শিক্ষার্থীদের মাসিক বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে সরকারের নির্দেশনা চাইতে শুরু করেছে বড় স্কুলগুলো। গত বৃহস্পতিবার ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃপক্ষ মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে (মাউশি) চিঠি দিয়ে এই নির্দেশনা চেয়েছে। আরও কয়েকটি বিদ্যালয় মৌখিকভাবে একই ধরনের নির্দেশনা চেয়েছে।

ভিকারুননিসা নূন কলেজের অধ্যক্ষ সুফিয়া খাতুন *প্রথম আলোকে* বলেন, প্রথম শ্রেণির বর্ধিত বেতন ফেব্রুয়ারির বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করেছেন। আর বেতন বৃদ্ধির বিষয়ে তাঁরা নির্দেশনা চেয়েছেন।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, ২০১৫ সালে ফরম পূরণে বেশি টাকা নেওয়ার অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আট শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকা দিয়ে সেগুলোর খোঁজ নিতে বলেছিল। এটা অল্প সময়ে যাচাই করা কঠিন। কারণ, ওই বছরের পরীক্ষার্থীদের ফরম পূরণ হয়েছিল ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে। এই পরীক্ষায় পাস করা শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে কলেজে পড়ছে। ফলে বিদ্যালয়ের প্রধানদের দেওয়া তথ্যের ওপর বিশ্বাস করতে হচ্ছে। তাঁদের অধিকাংশই বলছেন, টাকা ফেরত দিয়েছেন। কেউ কেউ কোনো তথ্যই জানাননি। যেভাবে তথ্যগুলো এসেছে, তা মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপর মন্ত্রণালয় বলেছে, যারা ফেরত দেয়নি তাদের কারণ দর্শানোর নোটিশ দিতে। এখন তাই করা হচ্ছে।

মাউশির একজন কর্মকর্তা বলেন, দৈবচয়নের ভিত্তিতে ১৩টি স্কুলের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে ভিকারুননিসা নূন, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার, মতিঝিল আইডিয়ালসহ কয়েকটি প্রতিষ্ঠান জানিয়েছে, তারা বর্ধিত বেতন পরবর্তী মাসগুলোর বেতনের সঙ্গে সমন্বয় করেছে কিংবা করবে।